দৈনিক

28 APR 2017

সিলেটে আলোচিত স্কলার্সহোম

গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীত ওড়ে না জাতীয় পতাকা

সজল ছত্রী, সিলেট ●

শুধু অভিজাত নয়, অনেক শাখার কারণে সিলেটের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধরা হয় স্কলার্সহোমকে। হাফিজ মজুমদার শিক্ষা ট্রাস্টের অধীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে স্কুল ও কলেজর পাঠদান চললেও হয় না কোনো অ্যাসেম্বলি। প্রতিষ্ঠানটির বেশিরভাগ শাখাতেই অনিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলেও হয় না জাতীয় সংগীত গাওয়া। প্রতিষ্ঠানটির নির্দেশিকায় ছিন্নমূল ও অনগ্রসর শিশুদের পড়ালেখায় প্রাধান্য দেওয়ার কথা বললেও পুরোপুরি ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, বাড়তি ফি আদায়সহ আরও অনেক অভিযোগ থাকলেও কোনো অভিযোগকেই পাত্তা দেন না কর্তৃপক্ষ।

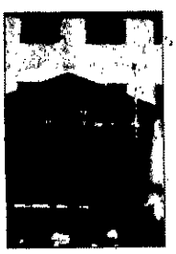

স্কলার্সহোমের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হাফিজ মজুমদার ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হয়। ট্রাস্টটি গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। হাফিজ আহমদ মজুমদার আওয়ামী লীগদলীয় সাবেক সংসদ সদস্য। জকিগঞ্জ ও কানাইঘাটকে নিয়ে গড়া সিলেট-৫ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি। ছিলেন পূবালী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যানও। সিলেট নগরীতেই স্কলার্সহোমের ছয়টি ক্যাম্পাস রয়েছে। বরাবরই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঢাকা থাকে স্কলার্সহোমের ক্যাম্পাসগুলো।

স্কলার্সহোমের শাহী ঈদগাহ শাখার এক শিক্ষার্থী সিঁড়ির নিচে বোমাসদৃশ বস্তু রেখে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টার পর আলোচনায় এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) সেখানে অবস্থান নিয়ে আতঙ্কিত শিক্ষার্থীদের মুক্ত করার পর বুধবার র‍্যাবের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল নিশ্চিত হয় সেটি বোমা নয়। কাগজ মুড়িয়ে তাতে এয়ারফোনের তার পেঁচিয়ে বোমার আকার দিয়ে রাখা হয়েছিল। বিপজ্জনক এ কাণ্ডের জন্য ইবাদুর রহমান নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের বিপজ্জনক কৌতূহল নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে তাদেরও অভিযোগ আছে। তারা বলছেন, শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম বা নৈতিক শিক্ষাদানের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছে না অভিজাত এ প্রতিষ্ঠানটি।

অভিভাবক ও সিলেটের বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আব্দুল মালিক জাকা বলেন, একজন অভিভাবক হিসেবে বিষয়টি খুবই উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো। দেশের প্রচলিত আইন তারা মানে না এটা ঠিক নয়। অভিভাবকদের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না তাই আমরা অনেক কিছু জানিও না।

আইনজীবী ও সাংবাদিক মঈনুল হক বুলবুলের মতে, এসব প্রতিষ্ঠানে আগামী দিনের সুনাগরিক তৈরি হচ্ছে, নাকি দেশের জন্য জঞ্জাল তৈরি হচ্ছে তা এখনই খতিয়ে দেখা উচিত। শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কৌতূহল তৈরির পেছনে প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতা দায়ী থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

একই বক্তব্য অভিভাবক আব্দুল বাতিন ফয়সলেরও। তিনি বলেন, দেশের ভেতরে প্রতিষ্ঠান, আভিজাত্যের নামে তারা দেশের প্রচলিত আইন মানবে না এটা হতে দেওয়া যায় না। একই সঙ্গে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাতে করে তারা বিপথগামী হবে না।

পবিত্র শবেমেরাজ উপলক্ষে মঙ্গলবার দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তবে খোলা ছিল বেসরকারি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়ার পর সেখানে আটকা পড়ে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। বিকালে তাদের উদ্ধার করে র‍্যাব। এ সময় প্রতিষ্ঠানটিতে জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডটি ছিল খালি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্কলার্সহোমে মাঝে মাঝে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অন্য অনেক দিনের মতো মঙ্গলবারও ওঠেনি জাতীয় পতাকা।

জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জুবায়ের সিদ্দিকী বলেন, বৃষ্টির জন্য পতাকা খুলে রাখা হয়েছে। আইনে আছে বৃষ্টি এলে জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলতে হবে। কারণ জাতীয় পতাকা ভিজলে অসম্মান হয়।

তবে জাতীয় পতাকা বিধিমালা-১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০) তে অধ্যক্ষের কথার সত্যতা পাওয়া যায়নি। এ বিধিমালার কোথাও বৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়নি।

বৃষ্টির কারণে পতাকা নামানোর বিষয়ে আইনের কোথাও উল্লেখ নেই বলে জানিয়েছেন সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদউল্লাহ শহিদুল ইসলাম শাহিন।

বুধবার বন্ধ ছিল প্রতিষ্ঠান। সকালে র‍্যাবের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে পতাকা উড়তে দেখা যায়।

প্রতিষ্ঠানটির একাধিক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, স্কলার্সহোমে প্রতিদিন অ্যাসেম্বলি হয় না। জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হয় না। মাসে দুই-একবার পূর্ব ঘোষণা দিয়ে এগুলো করা হয়। সরেজমিন দেখা যায়, অ্যাসেম্বলির জন্য কোনো জায়গাও নেই স্কুলটির ভেতরে।

অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর বুধবার জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজ অধ্যক্ষ দাবি করেন, কোথাও কলেজে এসব হয় না। স্কুলে কেন হয় না জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাঝেমধ্যে হয়। প্রয়োজন হলে আমরা ডেকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলি। ব্যাপারটি নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলেও তিনি সাংবাদিকদের হুমকি দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার বলেন, স্কুল ও কলেজে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা বাধ্যতামূলক। এটি না করা গুরুতর অপরাধ। কোনো প্রতিষ্ঠান এটির ব্যতয় ঘটালে শিক্ষাবোর্ডের সরাসরি কিছু করার নেই। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যাপারটি অবহিত করব আমরা। তারা ব্যবস্থা নেবেন।

বুধবার দুপুরে ব্যাপারটি জেনে তাৎক্ষণিকভাবে স্কলার্সহোমের শাহী ঈদগাহ শাখায় যান জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাফায়েত মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম। তিনি জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানান। একই সঙ্গে সিলেটের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও বিষয়টি অবজ্ঞা করা হচ্ছে কিনা তার নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে হাফিজ মজুমদার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হাফিজ আহমদ মজুমদারের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, তিনি সবকিছু সাজিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় কিনা তা খোঁজ নিয়ে দেখবেন এবং প্রতিকারের উদ্যোগ নেবেন।